# পিরামিড ও ঈশ্বর

অজয় সেন

আরো দূরে, কোথায় যেন রুদ্ধ লৌহ শিকলের প্রতি টান অনুভব করি। দীর্ঘ তুষার লাঞ্ছিত গ্রাম, পাইন বনের ওই পারে দৃশ্যমান অলৌকিকতার হাতছানি, হিমশীতল হাওয়ায় ধর্মের উচ্ছ্বাসে বিশ্বাসী মানসযাত্রী। তিরতির কাঁপে গেরুয়া ধ্বজা পতাকায় আঁকা উজ্জ্বল ত্রিনয়ন, তিলতিল গড়ে ওঠা ভক্তি দ্রুত বদলায় ইতিহাস, রহস্যময় ধূসর আত্মার প্রতিভা।
পিরামিড ও কাবা
দীর্ঘ পদচারণার শেষে নাগালের মধ্যে পাই মৃত্তিকা মূর্ত্তি, ঈষৎ সোনালি আভা রুদ্রাক্ষ হিংস্র শ্বাপদ বাকল শোভিত সার্থক চক্ষুর ডমরু ও চেরা জিহ্বার মালা ওরাখ। ওঁকে প্রথমেই নমস্কার করো সাষ্টাঙ্গ প্রণাম মাধ্যমে সমর্পণ করো তেজ, বাসনা, হাবা অভিজাত্য, গতানুগতিক প্রার্থনা ভঙ্গি।

বহতা নদীর মত রক্তস্রোতের নৌকায় গভীর নিস্তব্ধ রাতে একটানা যান্ত্রিক সময় জ্ঞাপনের মধ্যে বীজতুলো উড়ে যায় অসহায় আরোগ্য, প্রার্থনা, নিরাময়ের জড়িবুটির থেকেও ছাইছাপা বোধ ও মেধা আকাশ পেরিয়ে মানস পর্বতের বাসস্থানের দিকে, অথচ তোমার তো ছিল কঠিন হৃদয় মঞ্জরী অর্ধমানব অপবাদ, কুড়িয়ে পেয়েছিলাম যুগ্মশ্যাওলা ও কালো জলধারা বহমানতা।
পাকদন্ডী কাটা অগুন্তি সিঁড়ি পেরিয়ে একদিন তার গৃহে নতজানু প্রবেশ করি, দূরে ধবল শৃঙ্গ, উদ্যত বেয়নেট রাতজাগা পাহারায় ঘিরে রাখে বিশ্বাস, পবিত্রতা নিঃশব্দ মহামহিম ব্যাপকতা। কষ্ট সহিষ্ণু যাত্রা পথের শেষে সদ্য জেগে উঠা কুসুম সূর্যের দিকে অপলক তাকিয়ে পুণ্যতোয়া পাহাড় নিঃসৃত ঝর্নাধারায় অবগাহন শেষে কুয়াশাময় পথ বেয়ে উঠে তাঁর গৃহে প্রবেশ করি শিশির স্নাত ফুল, বেলপাতা, আকন্দমালা, প্রসাদ, নারিকেল নিয়ে। হাঁটু ভেঙে বসি সেই স্রষ্টার পায়ের নিচে, যাঁর ইচ্ছা - অনিচ্ছায় বিশ্ব সংসারে প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্য অনুমতি পায়, সমস্ত প্রাণীজগত, সৌর মহাকাশের অসীম রহস্য— তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। ওই মহান দেবাদিদের পুরুষকে আমার প্রণাম, আরো একবার তোমরাও প্রণাম করো ওঁকে।

# জগদীশ শর্মার কবিত

১.
জলের কথা বলি
জল ঘোলা হয়

এরপর শুধুই মৎস্যশিকার

৪.
আমাদের ঠাঁই নড়ে যায়
তবু থাকি ব্যবস্থার ভিতর